সিপিডি
সংলাপ সংক্ষেপ
২০২২ (১)

সদ্য সমাপ্ত নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন: জনপ্রতিনিধি নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং অভিজ্ঞতা

মূল বক্তব্য

- গত ১৬ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনকে ঘিরে দেশব্যাপী বিশেষ আগ্রহ সৃষ্টি হয়। সর্বশেষ জাতীয় নির্বাচন এবং সাম্প্রতিক সময়ে স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন নির্বাচন নিয়ে নানান অভিযোগের মাঝে নারায়ণগঞ্জ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু এবং শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- প্রতিযোগিতামূলক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা এবং সুষম করা সম্ভব। সিপিডি মনে করে, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন এই সময়ে দেশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অন্যান্য নির্বাচনের জন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে কাজ করবে।
- সিপিডি'র সংলাপে স্থানীয় সরকারের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার বিষয়টি একাধিকবার উঠে আসে। আলোচকরা বলেন, রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে আমলাতন্ত্রের সংঘাত লেগেই থাকে। কীভাবে এটিকে মোকাবিলা করা যায় এবং স্থানীয় সরকারের ক্ষমতা হস্তান্তর করা যায় তা নিয়ে কাজ করতে হবে।
- ব্যাপক আকারে প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন না হলে সমস্যার সমাধান হবে না। বাংলাদেশ ও বৈশ্বিক অভিজ্ঞতার আলোকে আরও আলোচনা করে সমাধানের অবকাশ রয়েছে।

cpd.org.bd
cpd.org.bd
cpdbd
CPDBangladesh

পটভূমিকা

গত ১৬ জানুয়ারি নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনকে ঘিরে দেশব্যাপী ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি হয়। বহুল আলোচিত নির্বাচনটি সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে প্রতিভাত হয়েছে। *ডা. সেলিনা হায়াৎ আইভী* টানা তৃতীয়বারের মতো নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন। জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে নারায়ণগঞ্জের নির্বাচন বিভিন্ন বিবেচনায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এ প্রেক্ষিতে সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) গত ২২ জানুয়ারি 'সদ্য সমাপ্ত নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন: জনপ্রতিনিধি নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং অভিজ্ঞতা' শিরোনামের একটি ভার্চুয়াল সংলাপের আয়োজন করে। আলোচনায় নারায়ণগঞ্জ নির্বাচনের প্রেক্ষাপটের পাশাপাশি এ নির্বাচন থেকে উদ্ভূত উপলব্ধি; জাতীয় নির্বাচনের জন্য এর বার্তা; স্থানীয় সরকারের কাছে ক্ষমতা অর্পণ; অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনে কার কী ভূমিকা; মেয়রদের ক্ষমতা; ইভিএম জটিলতা এবং নারী ভোটারদের মনস্তত্ত্ব ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে আসে। সংলাপে সভাপতিত্ব করেন সিপিডির চেয়ারম্যান *অধ্যাপক রেহমান সোবহান*। প্রধান অতিথি ছিলেন পরিকল্পনামন্ত্রী জনাব *এম এ মান্নান এমপি*। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নারায়ণগঞ্জের সদ্য নির্বাচিত মেয়র *ডা. সেলিনা হায়াৎ আইভী*। সংলাপ সঞ্চালনা করেন সিপিডির সম্মাননীয় ফেলো *অধ্যাপক রওনক জাহান* এবং প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন সিপিডি'র নির্বাহী পরিচালক *ড. ফাহমিদা খাতুন*। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন দ্য হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর ও গ্লোবাল ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন)-এর সম্পাদক *ড. বদিউল আলম মজুমদার*।

সূচনা বক্তব্য

সিপিডি'র নির্বাহী পরিচালক *ড. ফাহমিদা খাতুন* প্রারম্ভিক বক্তব্যে উল্লেখ করেন, সিপিডি সব সময় বলে আসছে, প্রতিযোগিতামূলক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা এবং সুষম করা সম্ভব। সিপিডি মনে করে, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন এ সময়ে দেশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অন্যান্য নির্বাচনের জন্য এ নির্বাচন আদর্শ হিসেবে কাজ করবে। এ নির্বাচনের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, সঠিক জনপ্রতিনিধি নির্বাচনকে ঘিরে জনগণের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ রয়েছে। জনগণ ভোট দিতে আগ্রহী। কেউ যদি জনগণের জন্য কাজ করে তাহলে জনগণ সঠিক প্রার্থীকে খুঁজে নিতে কুণ্ঠাবোধ করেন না। নারায়ণগঞ্জের নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে সামনের দিনে সামগ্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়াকে আরও কীভাবে শক্তিশালী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করা যায়, তা নিয়ে আরও গঠনমূলক আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। সিপিডি প্রায়ই এ ধরনের আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। সিপিডি মনে করে, সুষম ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের জন্য গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেই ধারাবাহিকতায় আজকের এই সংলাপ।

নির্বাচন নিয়ে সংলাপ ও সিপিডি

সংলাপের শুরুর দিকে *অধ্যাপক রেহমান সোবহান* নির্বাচন নিয়ে বিভিন্ন সময়ে সিপিডি'র সংলাপ আয়োজনের ইতিহাস তুলে ধরেন। তিনি শ্রোতাদের অবহিত করেন, সিপিডি প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই

নির্বাচন নিয়ে কাজ করে আসছে। বিএনপির শাসনামলে ১৯৯৪ সালে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে যখন *মোহাম্মদ হানিফ* ঢাকা থেকে এবং *মহিউদ্দিন চৌধুরী* চট্টগ্রাম থেকে মেয়র নির্বাচিত হন, সেসময় স্থানীয় সরকার নিয়ে সংলাপ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ঐ সংলাপে স্থানীয় সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়ে প্রাথমিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। পরে এ নিয়ে সিপিডি আরেকটি সংলাপের আয়োজন করে। স্থানীয় সরকার নিয়ে সিপিডি'র কাজ করার দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। নির্বাচন ও সুশাসন প্রক্রিয়া নিয়ে সিপিডি'র নিজস্ব অবস্থান রয়েছে।

আলোচিত ও ব্যতিক্রমধর্মী নির্বাচন

সংলাপের আলোচকদের অনেকেই অভিমত দেন যে, নানা কারণে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন সব সময়ই আলোচিত এবং ব্যতিক্রমধর্মী। *অধ্যাপক রওনক জাহান* বলেন, ২০১১ সালে *ডা. আইভী* মেয়র হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পর থেকেই নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন নিয়ে বেশ আলোচনা হচ্ছে। গত ১১-১২ বছর ধরে একই প্রার্থী এ নির্বাচনকে আকর্ষণের বিষয়বস্তু করে রেখেছেন। নারায়ণগঞ্জের নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনের কোন ধরনের ভুমিকা থাকবে, সরকারের ভূমিকা কী হবে ইত্যাদি নিয়ে সবসময়ই আলোচনা চলে। সবচেয়ে বেশি আলোচনা হয়েছে তিনবারের বিজয়ী মেয়র *ডা. সেলিনা হায়াৎ আইভী*র ভাবমূর্তি নিয়ে। অন্য নির্বাচনের জন্য আমরা নারায়ণগঞ্জ থেকে কী শিক্ষা নিতে পারি তা নিয়ে আলোচকদের মতামত চান সঞ্চালক। তিনি বলেন, নারায়ণগঞ্জকে ব্যতিক্রম হিসেবে দেখা হচ্ছে। কেননা আমরা অন্যান্য নির্বাচনে সহিংসতা দেখেছি, যা নারায়ণগঞ্জের ক্ষেত্রে ঘটতে পারতো। তিনি এগুলো বিশ্লেষণের আহ্বান জানান।

নবনির্বাচিত মেয়র *ডা. সেলিনা হায়াৎ আইভী* এ বিষয়ে বলেন, এবারের নির্বাচন সত্যিকার অর্থে কঠিন ছিল। কোনো নির্বাচনেই তিনি ষড়যন্ত্রের বাইরে ছিলেন না। অনেক প্রতিকূলতার মধ্যে নির্বাচন করতে হয়েছে, যদিও তার দল সরকারে আছে। প্রতিবারই বিভিন্ন বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হয়ে, সাধারণ মানুষের আস্থা জয় করে তাদের ভোটে নির্বাচিত হতে হয়েছে। বিভিন্ন প্রপাগান্ডার ভেতর দিয়ে এবং প্রশাসনের প্রচন্ড অসহযোগিতার মধ্যে দিয়ে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সামগ্রিকভাবে এবারের নির্বাচন ছিলো খুবই চ্যালেঞ্জিং যা তিনি মানুষের আস্থা ও ভালোবাসার কারণে মোকাবিলা করতে পেরেছেন।

পরিকল্পনামন্ত্রী *এম এ মান্নান এমপি* মেয়র *আইভী*র উদ্দেশ্যে বলেন, ২০ বছর আগে প্রথম যখন *আইভী* মাঠে নেমেছিলেন, ঐ সময়ের তুলনায় ষড়যন্ত্রের মাত্রা ও অভিঘাত কমে এসেছে বলে তার ব্যক্তিগত বিশ্বাস। ফলে ষড়যন্ত্রকে তিনি প্রধান নায়ক মনে করেন না। প্রধান নায়ক অবশ্যই তিনি ও তাঁর কাজ। তিনি আশা করেন, *আইভী*র মনে ষড়যন্ত্রের যে ভীতি আছে, তার শেষ রেশটুকু এবারের চমৎকার বিজয়ের মধ্য দিয়ে কেটে যাবে।

সাবেক নির্বাচন কমিশনার *ড. এম সাখাওয়াত হোসেন* বলেন, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন মোটামুটি একটি সংসদীয় আসনের মতো। পাঁচ লাখের ওপরে ভোটার রয়েছে। ফলে এখানে বিশেষ নজর দেওয়ার প্রয়োজন আছে। নারায়ণগঞ্জ নির্বাচনে সব সময় তীব্র লড়াই হয়। ২০১১ সালের নির্বাচনটি সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং আর জটিল ছিল। সেই নির্বাচন যদি সঠিকভাবে সম্পন্ন হওয়া সম্ভব না হতো, তাহলে নারায়ণগঞ্জ সবচেয়ে বিপজ্জনক নির্বাচনের স্থান হিসেবে পরিচিত হতো।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার *রুমিন ফারহানা এমপি* বলেন, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বিষয়। এর সঙ্গে অন্য কোনো নির্বাচনকে তুলনা করা যায় না। কারণ ২০১১ সাল থেকেই এই নির্বাচন যতটা দলীয় নির্বাচন বা প্রতীকের নির্বাচন, তার চেয়ে বেশি হলো এটি একটি বিশেষ গোষ্ঠী, পরিবার বা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে নির্বাচন। ২০১১ সাল থেকে সেই ধারাবাহিকতা চলে আসছে। এখানে *সেলিনা হায়াৎ আইভী* কোন প্রতীকে বা কোন দলে দাঁড়াচ্ছেন, তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তিনি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে একটা প্রতীক হয়ে উঠেছেন। তাঁর অবস্থান নিজের দলের অতি প্রভাবশালী এমপি পরিবারের বিরুদ্ধে। সুতরাং নারায়ণগঞ্জের নির্বাচনে মানুষ সেখানকার সমস্যা, কতটুকু অগ্রগতি হল, *সেলিনা হায়াৎ আইভী* একটানা মেয়র থেকে কী কী সমাধান করতে পারলেন, এসব বিষয়ের চেয়ে *ওসমান* পরিবার কী করছে বা তার বিরুদ্ধে *আইভী* কতটুকু শক্তভাবে দাঁড়াতে পারছেন, সেই বিষয়গুলো গুরুত্ব পায়। সুতরাং এটাকে প্রতীকের কোনো নির্বাচন বা দলীয় নির্বাচন না বলে বরং ব্যক্তি বনাম সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে নির্বাচন বলাই ভালো।

অধ্যাপক রওনক জাহান যোগ করেন, এবারের নির্বাচনে ইভিএম নিয়ে বিতর্ক হয়েছে। ২০১১ সাল থেকে রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা নিয়েও আলোচনা আছে। বিশেষ করে রাজনৈতিক দলগুলোর উপদলীয় কোন্দল দেখা যায়। তবে নারায়ণগঞ্জ এবার একটা দিকে ব্যতিক্রম। উপদলীয় কোন্দল থাকলেও শেষ পর্যন্ত কোনো সন্ত্রাসী ঘটনা বা সহিংসতা ঘটেনি।

আইভী কেন বারবার বিজয়ী

ব্রিটানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সাবেক উপাচার্য ও স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ *ড. তোফায়েল আহমেদ* ধারাবাহিকভাবে *আইভী*র বিজয়ের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন, সিটি কর্পোরেশন হওয়ার পরে ২০১১ সালের নির্বাচন ছিলো ভীষণ জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ। নারায়ণগঞ্জ নির্বাচনে ঐ সময় ইস্যু ছিলো মূলত সন্ত্রাস। নারায়ণগঞ্জ সন্ত্রাসের জনপদ হিসেবে চিহ্নিত ছিলো এবং এই সন্ত্রাসের হোতা হিসেবে একজনকে চিহ্নিত করা হয়েছিল যিনি ঐ নির্বাচনে প্রার্থী ছিলেন। ঐ নির্বাচনে মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে এবং শান্তির পক্ষে *আইভীকে* ভোট দিয়েছিলেন। এক লাখ ভোটের ব্যবধানে আওয়ামী লীগের প্রার্থী *শামীম ওসমান* পরাজিত হন। *আইভী* বিদ্রোহী অথবা স্বতন্ত্র হিসেবে নির্বাচন করেন। *আইভী* নির্বাচিত হওয়ার পরে ২০১৬ পর্যন্ত নাগরিক সমাজের আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত থেকেছেন। উনি আওয়ামী লীগকেও ছাড়েননি। তবে আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসী গ্রুপ থেকে নিজেকে দূরে রেখেছেন। যার ফলে দলমত নির্বিশেষ মানুষ তাঁর সাথে একতাবদ্ধ থেকেছে আবার তাঁর বিরুদ্ধে বড় ধরনের দুর্নীতির অভিযোগ আসেনি। একটা 'ক্লিন ইমেজ' রক্ষা করতে

পেরেছেন। নারীরা তাঁকে নিয়ে গর্ববোধ করেন; তিনি সিটি কর্পোরেশনের প্রথম নারী মেয়র। তফসিল ঘোষণার পর কয়েকবার নারায়নগঞ্জ যাওয়ার অভিজ্ঞতা থেকে *তোফায়েল আহমেদ* বলেন, মানুষ বলেছে *আইভীর* কোনো যোগ্য বিকল্প নেই। তাঁর বিরুদ্ধে বড় কোনো অভিযোগ নেই। ফলে এখানে একটা বড় ফ্যাক্টর হচ্ছে, এই খরার সময় মানুষ একজন সৎ ও স্বচ্ছ নেতৃত্ব পেয়েছেন। এটাকে সাধারণ ভোটাররা সম্মান দিয়েছে।

রওনক জাহান বলেন, প্রথম থেকেই *আইভী* স্বচ্ছ প্রার্থী। এত বছর মেয়র পদে আসীন থেকে তিনি ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ন রাখতে পেরেছেন। তিনি যোগ করেন, আমাদের দেশে প্রবণতা আছে, যিনি ক্ষমতায় থাকেন, অন্যরা তাঁকে নানান কথা বলে হারিয়ে দিতে পারে। কিন্তু *আইভী* তা উৎরে গেলেন। *সেলিনা হায়াৎ আইভী* নারী ভোটারদের বিশেষভাবে টানতে পারছেন।

ড. এম সাখাওয়াত হোসেন মনে করেন, নারায়ণগঞ্জের অধিকাংশ অধিবাসী খেটে-খাওয়া মানুষ এবং ব্যবসায়ী। এছাড়া তারা বিভিন্ন শিল্পকারখানায় চাকরি করেন। কাজেই এ এলাকার অধিবাসীরা সবসময় শান্তি চান। ব্যক্তিগতভাবে তিনি মানুষের সাথে কথা বলে দেখেছেন, ২০১১-এর নির্বাচনে *সেলিনা হায়াৎ আইভী* শান্তি চেয়েছিলেন। এ কারণে মানুষ তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন।

ডা. সেলিনা হায়াৎ আইভী তাঁর বিজয়ের কারণ হিসেবে বলেন, তিনি কখনও সংঘাতকে পছন্দ করেন না। প্রশ্রয় দেন না। তাঁর বিরুদ্ধে অনেক বাধা-বিপত্তি এসেছে। এমনকি হকার ইস্যুতে তাঁকে হত্যার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু কখনও তিনি কোনো বাহিনী গড়েননি অথবা কারো প্রতি প্রতিশোধপরায়ণ হননি। যতটুকু পেরেছেন, নারায়ণগঞ্জের মানুষের জন্য কাজ করার চেষ্টা করেছেন এবং অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর চিন্তা ছিলো, এ শহরের মানুষকে আওয়াজ তুলতে শেখাতে হবে। সাহসী করতে হবে।

কীভাবে সুষ্ঠু নির্বাচন হলো?

সর্বশেষ জাতীয় নির্বাচন এবং সাম্প্রতিক সময়ে স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন নির্বাচন নিয়ে নানা অভিযোগের মাঝে নারায়ণগঞ্জ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর কারণ বিশ্লেষণ করেন আলোচকরা। *বদিউল আলম মজুমদার* মনে করেন, সকলের সম্মিলিত ভূমিকার ফলেই নারায়ণগঞ্জে সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হয়েছে। নির্বাচনের প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশীজন নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন কমিশনকে একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে আমাদের সংবিধানে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। কমিশনেরই দায়িত্ব সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠান করা। এরপরের দায়িত্ব সরকারের। আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও প্রশাসন যদি সদাচরণ করে এবং নির্বাচনকে প্রভাবিত করার চেষ্টা না করে তাহলে সুষ্ঠু নির্বাচন হতে পারে। একইসঙ্গে দল ও প্রার্থী যদি বিশৃঙ্খল আচরণ না করে এবং সহিংসতায় লিপ্ত না হয়, তাহলে নির্বাচন সুষ্ঠু হতে পারে। অন্যদিকে প্রার্থী যদি দুর্নীতিগ্রস্ত হয় এবং নির্বাচনে যদি মনোনয়ন বাণিজ্য ইত্যাদি অপকর্ম হয়, তাহলে সুষ্ঠু নির্বাচন হওয়ার পথে তা বিরাট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। কারণ তারা এসব পদ-পদবী ব্যবহার করে নিজেদের আখের গোছায় এবং ক্ষমতার অপব্যবহার করে এবং পার পেয়ে যায়। মনোনয়ন বাণিজ্য হলে প্রার্থীরা বিনিয়োগ তুলতে সর্বশক্তি নিয়োগ করে নির্বাচনে জেতার জন্য।

বদিউল আলম মজুমদার বলেন, নারায়ণগঞ্জের নির্বাচনে নির্বাচন কমিশন ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করেছে। এমন কোনো আচরণ করেনি, যা সুষ্ঠু নির্বাচনের পথে বাধা হতে পারে। সরকারের ভূমিকা ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। প্রশাসনও দৃশ্যমানভাবে কোনো নিয়ন্ত্রিত নির্বাচন করার চেষ্টা করেনি। প্রার্থী এবং দলগুলোও অসদাচরণ করেনি। যিনি নির্বাচিত হয়েছেন, তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ নেই। এখানে মনোনয়ন বাণিজ্য হয়নি। খুলনা, গাজীপুরে এমনকি জাতীয় নির্বাচনেও নিয়ন্ত্রিত নির্বাচন দেখা গেছে। আরও অনেক স্থানীয় নির্বাচনে দেখা গেছে। পুলিশ দিয়ে প্রতিপক্ষকে মাঠছাড়া করা হয়েছে। সরকার এসব কাজ করেছে। একই সাথে পোলিং এজেন্টদের দায়িত্ব পালনে বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে। জাতীয় নির্বাচনে কিছু কিছু ক্ষেত্রে পোলিং এজেন্টদের জেলে পাঠানো হয়েছে। রাতের বেলা ব্যালট বাক্স ভর্তির অভিযোগ আছে। নির্বাচনের দিনে অনেক জায়গায় জোরজবরদস্তি করা হয়েছে। আর এসব অন্যায় আচরণের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা ছিলো নির্বিকার। এগুলো হলো নিয়ন্ত্রিত নির্বাচনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। কিন্তু নারায়ণগঞ্জে নিয়ন্ত্রিত নির্বাচন হয়নি। যে কারণে সুষ্ঠু নির্বাচন হতে পেরেছে।

তিনি আরও মনে করেন, নারায়গঞ্জে সুষ্ঠু নির্বাচন সরকারের জন্য ইতিবাচক ফল আনবে এমন ধারণা অনেকের মধ্যে ছিল। এখানে ঝুঁকি ছিলো না। কারণ *আইভী* হলেন তারকা প্রার্থী। তাঁর ব্যাপক জনসমর্থন আছে এবং কোনোরকম প্রভাব ছাড়াই নির্বাচনে জেতার সম্ভাবনাই উজ্জ্বল ছিল। দ্বিতীয়ত, এটা স্থানীয় নির্বাচন; *আইভী* ফেল করলেও সরকার পরিবর্তন হবে না। অন্যদিকে নির্বাচন কমিশন গঠন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করা নিয়ে একটা জনমত সৃষ্টি হয়েছে। এমনকি কয়েকটি রাজনৈতিক দল রাষ্ট্রপতির সাথে দেখা করতে গিয়ে আইন করার প্রস্তাব করে। এজন্য একটা চাপ ছিলো। একইসঙ্গে বিদেশি চাপ ছিলো। সাম্প্রতিক সময়ে র‍্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞাও এক ধরনের চাপ সৃষ্টি করেছে। ফলে নারায়ণগঞ্জে সুষ্ঠু নির্বাচন করে সরকার বার্তা দিতে চেয়েছে যে, তাদের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব। এখানে মনে রাখা দরকার, এই বার্তা কিন্তু পুরনো বার্তা। অতীতেও একই ধরনের বার্তা ২০১৩ সালে দেওয়া হয়েছিলো।

ড. তোফায়েল আহমেদ অবশ্য মনে করেন, নির্বাচন কমিশনকে কৃতিত্ব দেওয়ার কিছু নেই। কারণ তারা এমন কিছু করেনি, যে কারণে ভোট সুষ্ঠু হয়েছে। দুজন প্রার্থী কেউ কাউকে বিষেদগার করেননি। দু'জনেরই বিশ্বাস ছিলো জিতবেন। যে কারণে সহিংসতার পথে যাননি। *শামীম ওসমান* প্রার্থী না হয়েও নির্বাচনে সম্পৃক্ত ছিলেন। *শামীম ওসমান* এবং নারায়ণগঞ্জের সন্ত্রাসকে দেখিয়ে ভোট নেওয়াও কিন্তু স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু মানুষ চায়নি ঐ অশুভ শক্তি যেকোনো ব্যানারে বা নামে ফিরে আসুক।

ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি *রাশেদ খান মেনন* বলেন, নারায়ণগঞ্জের নির্বাচনকে ব্যতিক্রম না বলে বরং এটাই সকল নির্বাচনের জন্য দৃষ্টান্ত হওয়া উচিত। অর্থ, পেশীশক্তি ও ধর্মের ব্যবহার বন্ধে নির্বাচন

কমিশনকে এবং পাশাপাশি নির্বাচনের অংশীজন অর্থাৎ রাজনৈতিক দলগুলো ঐকমত্যে এলে নির্বাচন সুষ্ঠু হতে পারে। এছাড়া সরকারি সহযোগিতা ছিল। সরকারি দল জানতো যে, যাকে প্রার্থী করা হচ্ছে তিনি জয়ী হবার যোগ্য। মাঝখানে একটি পারিবারিক আধিপত্যের বিষয় ছিল। কিন্তু সরকারের সকল যন্ত্র ও দলীয় নেতারা তা বন্ধ করার উদ্যোগ নেয়। ফলে শান্তিপূর্ণ নির্বাচনে সরকারের সম্পূর্ণ সহযোগিতা ছিলো।

স্থানীয় সরকারের ক্ষমতায়নে বাধা কোথায়?

অধ্যাপক রেহমান সোবহান এবং অন্যান্য আলোচকদের কথায় স্থানীয় সরকারের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার বিষয়টি একাধিকবার উঠে আসে। মেয়র *আইভী* এ নিয়ে তার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। *অধ্যাপক রওনক জাহান* যোগ করেন, সিপিডি ১৯৯৪ সাল থেকেই স্থানীয় সরকারের ক্ষমতায়নসহ বিভিন্ন বিষয়ে সুপারিশমালা প্রস্তাব করে আসছে। এসব সুপারিশ বাস্তবায়ন হয়নি। নতুন করে অনেক আলোচনা হচ্ছে। একই সুপারিশ বারবার করে লাভ হচ্ছে না। মেয়রদের ক্ষমতা কম, যা *সেলিনা হায়াৎ আইভী* বলেছেন। রওনক জাহান প্রশ্ন তোলেন কেন তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে না তা নিয়ে।

আইভী জানান, অনেকে মনে করেন মেয়ররা অনেক ক্ষমতাশীল। কিন্তু কতটুকু ক্ষমতাশীল তা অনুধাবন করতে তার কষ্ট হয়। নদী দূষণ হচ্ছে, রাজউক প্রকল্পের অনুমোদন দিয়ে দিচ্ছে। এগুলো মেয়রের হাতে নেই। পৌরসভার আইনে শহরের পরিকল্পনা পৌরসভা দেবে। সিটি কর্পোরেশন আইনে তা বাদ দেওয়া হয়েছে। শীতলক্ষ্যা নিয়ে কাজ করছে নৌ ও পানি মন্ত্রণালয়। এর সঙ্গে সিটি কর্পোরেশন যুক্ত। স্থানীয় সরকার মন্ত্রীকে সভাপতি করে তুরাগ, বালু, শীতলক্ষ্যা ও বুড়িগঙ্গা নদী রক্ষা কমিটি হয়েছে। সেখানে তিনিও সদস্য। সিটি কর্পোরেশন বরাবরই বলে আসছে কী করতে হবে এবং যে কাজ দেওয়া হয় সেগুলো করে থাকে। কিন্তু সমস্যার সমাধান হচ্ছে না।

তিনি বলেন, অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান শীতলক্ষ্যাকে প্রচণ্ডভাবে দূষিত করছে। এসব শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম বহুবার পরিবেশ অধিদপ্তরের কাছে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে এবং যারা নদী দূষণ করছে তারা এত বেশি প্রভাবশালী যে তাদের বিরুদ্ধে কোনো সিদ্ধান্তই নেওয়া যায় না। এজন্য সরকারিভাবে যৌথ উদ্যোগ নিলেই শীতলক্ষ্যা বাচানো সম্ভব। তিনি শীতলক্ষ্যার দুই পাড়ে রাস্তা বাধাই করে দিচ্ছেন। তীরবর্তী জায়গায় বনায়ন ও খেলার মাঠ করা হচ্ছে। তিনি উল্লেখ করেন, ২০০৯-এ হাইকোর্টের এক রায়ে বলা হয়েছে, নদীর তীরবর্তী জায়গা সংশ্লিষ্ট এলাকার পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশনকে হস্তান্তর করতে হবে। কিন্তু বিআইডাব্লিউটিএ জায়গাগুলো এখনও পর্যন্ত দেয় নি। প্রায় এক বছর ধরে চেষ্টা করেও সমঝোতা স্মারক সই করা যায়নি। নৌমন্ত্রী বলে দেওয়ার পরেও সমঝোতা চুক্তি সই হয়নি।

দুঃখের বিষয় হচ্ছে, বারবার বলা সত্ত্বেও খাসের জায়গা, সরকারি জায়গা, রেলওয়ের জায়গা— কেউ পার্ক বা খেলার মাঠ করার জন্য জায়গা দিচ্ছে না। প্রত্যেকে বড় বড় শিল্প কারখানাকে লিজ দিচ্ছে। নদীর পাড়ের বেশিরভাগ জায়গা শিল্পকারখানার দখলে। তার মতে, সরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে কোনো সমন্বয় নেই, সহযোগিতা নেই। মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ আছে, সকল সংস্থা মেয়রের নেতৃত্বে বৈঠক করে সমস্যার সমাধান করবেন। কিন্তু সেখানে সংশ্লিষ্ট সংস্থার শীর্ষ কর্মকর্তারা আসেন না। এমন কাউকে প্রতিনিধি পাঠায়. যিনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। ফলে কোনো ফলাফল আসে না। সরকারি যেসব সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করার কথা, সেখানে তা হচ্ছে না। তিনি ঘুরেফিরে যে কথাটি বলতে চাচ্ছেন, সেটা হচ্ছে— সিটি গভর্ন্যান্স। সেটা যতদিন না হবে, ততদিন স্থানীয় সরকারে উন্নয়ন সঠিকভাবে হবে বলে মনে হয় না।

ড. *তোফায়েল* কিছুটা দ্বিমত পোষণ করে বলেন, মেয়ররা ক্ষমতাহীন— এ কথাটা মিথ। সিটি কর্পোরেশনের সব ক্ষমতা মেয়রের হাতে। এ ক্ষমতা আইনগতভাবে, প্রশাসনিকভাবে ও রাজনৈতিক প্রভাবগতভাবে। ক্ষমতায়ন দরকার কাউন্সিলের; কাউন্সিল নিয়ে কোনো আলোচনা হচ্ছে না। নারায়ণগঞ্জেও সঠিকভাবে সিটি কর্পোরেশনের সভা হয় না। স্থায়ী কমিটির সভা হয় না। এই নির্বাচনেও শহরের মূল সমস্যা বা ইস্যু নিয়ে আলোচনা হয়নি। শুধুমাত্র প্রার্থীর ইমেজ, *শামীম ওসমান*, সন্ত্রাস এসব অপ্রধান ইস্যু নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু নারায়ণগঞ্জ শহরের জলাবদ্ধতা নদী দূষণ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি অনেক কঠিন সমস্যা। এ বছরে একটা সড়ক আছে; অথচ অনেকগুলো বাইপাস সড়ক দরকার। তিনি উল্লেখ করেন, এখানে নগর পরিকল্পনা বলতে কিছু নেই। রাজউক ঢাকায় বসে এগুলোর অনুমোদন দিচ্ছে। নদীর মধ্যে সরকারি-বেসরকারি স্থাপনা রয়েছে। সিটি করপোরেশনের সাথে আলোচনা ছাড়াই শিল্প কারখানাগুলো হচ্ছে। নদীতীরে ওয়াকওয়ে করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। সেখানে দেখা গেছে, বড় বড় শিল্প গ্রুপের ১৩টি স্থাপনা রয়েছে। সরকারেরও অনেক স্থাপনা আছে নদীর ভেতরে। নারায়ণগঞ্জের সমস্যা অনেক প্রকট। এটা সিটি কর্পোরেশন বা মেয়রের পক্ষে এককভাবে মোকাবিলা করা সম্ভব না।

এ সময় *রওনক জাহান* যোগ করেন, সরকার একদিকে সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়ন করছে। আবার অন্যদিকে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কারণে পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে। ফলে সামগ্রিকভাবে সরকারের সঙ্গে সিটি কর্পোরেশনের যেধরনের আলোচনা ও অংশীদারিত্ব দরকার, তা হচ্ছে না।

এ বিষয়ে পরিকল্পনামন্ত্রীর কাছে *অধ্যাপক রেহমান সোবহান* প্রশ্ন করেন যে, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়ে *আইভী* যে মতামত দিয়েছেন, যে বিষয়ে সিপিডি ১৯৯৪ সাল থেকে সুপারিশ করে আসছে, কেন ২৫ বছরের পুরানো সমস্যার সমাধান তারা করছেন না। জবাবে *এম এ মান্নান* বলেন, ক্ষমতা হস্তান্তর আদেশ দিয়ে হবে না। এটা বিবর্তনের মাধ্যমে অর্জন করতে হবে। আর বিবর্তন আসতে হবে চর্চার মাধ্যমে। কেউ মানুক বা না মানুক, আওয়ামী লীগ এ চর্চা করছে। তিনি বলেন, নগর সরকার নিয়ে প্রয়াত মেয়র *মোহাম্মদ হানিফ* কয়েকবার বলেছিলেন। এটি একটি অ্যাকাডেমিক আলোচনার বিষয়। মন্ত্রীর এই বক্তব্যের পর *রেহমান সোবহান* বলেন, *মেয়র আইভী* বলছেন, অনেক কিছুর ওপরে তার

কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। কেন এসব সমস্যার সমাধান হচ্ছে না! এগুলো অ্যাকাডেমিক সমস্যা নয়, পুরোটাই বাস্তবতাভিত্তিক সমস্যা।

পরিকল্পনামন্ত্রী পরে যোগ করেন, তিনি আমলাতন্ত্রে ছিলেন এবং *আইভীর* মতকে সমর্থন করেন। সমন্বয় কমিটি করা হয়, কিন্তু অনেকেই অংশগ্রহণ করেন না; এলেও এমন একজনকে পাঠানো হয়, যিনি কোনো জবাব দিতে পারেন না। অবদানও রাখতে পারেন না। এটি সরকারি ব্যবস্থায় সাধারণ একটি সংকট। এটা সরকারপ্রধানের নজরে আছে। তিনি এ বিষয়ে সরকারপ্রধানের নজরে এনেছেন। এ সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলছে। এ সমস্যার পেছনে সাংস্কৃতিক কারণ আছে বলে তাঁর মনে হয়। আমলাতন্ত্রের সাধারণ সমস্যা এটি।

তিনি আরও বলেন, *আইভী* এবং স্বয়ং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেভাবে একনিষ্ঠভাবে লেগে আছেন, এই লেগে থাকা এগিয়ে নিতে পারলে স্থানীয় সরকারের ক্ষমতার হস্তান্তর হবে, গণতন্ত্র আরও শক্তিশালী হবে। আওয়ামী লীগের ভুলত্রুটি হতে পারে। কিন্তু শেষ বিচারে আওয়ামী লীগই গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করে চলেছে। এবার নারায়ণগঞ্জ নির্বাচনে প্রমানিত হয়েছে যে, আওয়ামী লীগ এবং এই সরকার ইতিবাচক ভুমিকা রাখতে পারে।

পরিকল্পনামন্ত্রী আক্ষেপ করে বলেন, যারা আওয়ামী লীগের প্রতিযোগী আছেন তারা মাঠে থাকেন না, চর্চা করেন না। তাদেরকে মাঠে আনার এবং রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। *তৈমুর আলম খন্দকারের* ক্ষেত্রে দেখা গেলো, নির্বাচনে হারার পর তাকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এধরনের সুযোগসন্ধানী মনোভাব নিয়ে বহুদলীয় গণতন্ত্রের দেশে রাজনীতি করা যাবে না।

মেনন বলেন, ৫০ বছরেও স্থানীয় সরকার কার্যকর হয়নি। সংবিধানে স্থানীয় সরকার নিয়ে আলাদা অধ্যায় আছে, অর্থাৎ বিশেষ গুরুত্ব আছে। কিন্তু কখনোই স্থানীয় সরকারকে কার্যকর হতে দেওয়া হয়নি। তার সুযোগ হয়েছে তিনটি স্থানীয় সরকার কমিশনের সঙ্গে কাজ করার। সেখানে বারবার ঘুরেফিরে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়টি এসেছে। আমলাতন্ত্র কিছুতেই ক্ষমতা ছাড়তে রাজি নয়। বঙ্গবন্ধু স্থানীয় সরকারের ক্ষমতায়ন চেয়েছিলেন। আমলাতন্ত্রকে জনপ্রতিনিধিদের অধীন করে এই ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এখন স্থানীয় সরকার আইনে আমলাতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ বাড়ছে। এই ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়ে জনমত গড়ে তোলা দরকার।

সংসদ সদস্য ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির সদস্য *আরমা দত্ত* বলেন, রাজনীতির প্রক্রিয়ার সঙ্গে আমলাতন্ত্রের একটা সংঘাত থাকে। কীভাবে এটিকে মোকাবিলা করা যায় এবং স্থানীয় সরকারের ক্ষমতা হস্তান্তর করা যায়, তা নিয়ে কাজ করতে হবে। আমলাতন্ত্র ও রাজনীতির মধ্যে ভারসাম্য রাখতে হবে। *সেলিনা হায়াতের* মতো আরও নারীদেরকে রাজনীতিতে আনতে হবে। মাটির সাথে সম্পৃক্ত থাকলে অবশ্যই সব কিছুতেই জয়ী হওয়া যায়।

নারায়ণগঞ্জ ও অন্যান্য স্থানীয় সরকার বনাম জাতীয় নির্বাচন

বদিউল আলম মজুমদার জানান ২০১৩ সালের পরে দেখা গেছে, সবগুলো নির্বাচন ক্রমান্বয়ে খারাপ থেকে আরও খারাপ হয়েছে। গত জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে ব্যাপক অভিযোগ রয়েছে। তারা কেন্দ্রভিত্তিক ডাটা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, ২১৩টি কেন্দ্রে শতভাগ ভোট পড়েছে। প্রায় ১২০০ কেন্দ্রে বিএনপি শূন্য ভোট পেয়েছে। এমনকি আওয়ামী লীগও শূন্য ভোট পেয়েছে দু'টি কেন্দ্রে। প্রায় ৭০০ কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ শতভাগ ভোট পেয়েছে। ২০১৩ সালে সরকার অঙ্গীকার করেছিল যে, নিয়ম রক্ষার নির্বাচনের পরে সবাইকে নিয়ে একটা সুষ্ঠু নির্বাচন করা হবে, যে অঙ্গীকার রক্ষা করা হয়নি। ফলে অতীতের বার্তা কিন্তু কাঙ্খিত ফলাফল আনেনি। এখন নারায়ণগঞ্জের বার্তা মানুষ কীভাবে নেবে তা দেখার বিষয়।

ড. তোফায়েল আহমেদ মনে করেন, নারায়ণগঞ্জে যে বিষয়গুলো কাজ করেছে তার মধ্যে একটা হলো যে, সরকার কোনো ঝুঁকি অনুভব করেনি। তারা মনে করেছে, ঝুঁকি থাকলেও জিতবে। যার ফলে কেউ সহিংসতার দিকে যায়নি এবং মানুষ তা চায়নি। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য সন্ত্রাস, উন্নয়ন, পরিবেশগত বিপর্যয় কিংবা রাস্তাঘাট— এসব ইস্যু সামনে আসতে পারে। তিনি মনে করেন, একটু গভীরে গিয়ে নারায়ণগঞ্জ নিয়ে একটা গবেষণা দরকার।

অধ্যাপক রওনক জাহান বলেন, গাজীপুরে উন্নয়ন করে ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থী হেরে গিয়েছিলেন। কিন্তু নারায়ণগঞ্জে অন্যরকম হচ্ছে। *ডা. আইভী* নিজের পক্ষে সমর্থন ধরে রাখতে পেরেছেন। এজন্য সে উদাহরণ অনুসরণ করে দেখা দরকার, জনপ্রিয়তা কীভাবে ধরে রাখা যায়। কতটা উন্নয়ন, মানুষের সঙ্গে কতটা সম্পৃক্ততার উপর তা নির্ভর করে গভীরভাবে পর্যালোচনা করে দেখা দরকার।

ড. সাখাওয়াত আরও যোগ করেন, রাজনৈতিক দলগুলো যদি নির্বাচনে অন্তর্ভুক্তিমূলক বা জনগণের প্রার্থীকে মনোনীত করতে পারে, রাতারাতি যদি কোটি টাকার বিনিময়ে প্রার্থী মনোনয়ন হয়, ব্যবসায়ী প্রার্থী নিয়ে আসা হয়, যারা ব্যাংক বা টেলিভিশনের লাইসেন্স নিতে চায়, তারা যদি প্রার্থী হন, তাহলে আগামীতে রাজনীতিবিদ যারা আছে তারা মাঠ থেকে ছিটকে পড়বেন এবং সেটা দেশের গণতন্ত্রের জন্য খারাপ হবে। অবশ্যই জনগণের পছন্দের প্রার্থীকে মনোনয়ন দিতে হবে।

রওনক জাহান বলেন, *আইভীর* মতো মানুষকে যদি সকল নির্বাচনী আসনে পাওয়া যায় বা ক্লোন করা যায় তাহলে হয়তো ভিন্নরকমের নির্বাচন দেখা যাবে। এত প্রতিকুলতার মধ্যে *আইভী* জনপ্রিয়তা ধরে রেখেছেন এবং নারী ভোট ধরে রেখেছেন। পাশাপাশি শান্তিপূর্ণ ইমেজ বজায় রাখেছেন। নারায়ণগঞ্জের নির্বাচন একটা নাটকের মতো— শুভ বনাম অশুভ। এখনও পর্যন্ত ভোটাররা শুভ শক্তির পক্ষেই আছেন এবং এটি আগামীর জন্য আশার বার্তা।

ডা. আইভী বলেন, বিরোধী প্রার্থী *তৈমুর আলম খন্দকারকে* বিএনপি থেকে বহিস্কৃত বলা হলেও বিএনপির সকল শাখা তার জন্য কাজ করেছে। কিন্তু তিনি গোপনে যাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন তারা নারায়ণগঞ্জে ভয়াবহ ঘটনা ঘটানোর চেষ্টা করেছে। এ অবস্থা যদি চলতে থাকে, তাহলে স্থানীয় সরকার নির্বাচন অনেক জায়গায় আর উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত করা সম্ভব হবে না।

সরকার চাইলে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব

ড. বদিউল আলম মজুমদার বলেন, নারায়ণগঞ্জের নির্বাচন থেকে শিক্ষনীয় হচ্ছে সরকার যদি চায়, নির্বাচন কমিশন যদি চায় এবং প্রার্থী যদি দুর্নীতিগ্রস্ত না হন তাহলে সুষ্ঠু নির্বাচন হতে পারে। তিনি মনে করেন, নির্বাচন কমিশন স্বাধীন ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। কিন্তু সবচেয়ে শক্তিশালী নির্বাচন কমিশনও সুষ্ঠু নির্বাচন করতে পারে না, যদি প্রশাসন এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বাধার সৃষ্টি করে। তবে নির্বাচন কমিশন বিতর্কিত, অস্বচ্ছ ও অগ্রহণযোগ্য নির্বাচন হতে গেলে স্থগিত করতে পারে। নির্বাচন যদি গ্রহণযোগ্য না হয়, তারা তদন্তসাপেক্ষে ফলাফল বাতিল করতে পারে। নির্বাচন কমিশন খারাপ নির্বাচন বন্ধ করতে পারে। কিন্তু সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করা তাদের একার পক্ষে প্রায় অসম্ভব।

ড. সাখাওয়াত হোসেন-এর মতে নারায়ণগঞ্জ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নয়। অনেকে বলেন, নারায়ণগঞ্জে যদি ভালো নির্বাচন সংঘটিত হয় তাহলে জাতীয় সংসদ নির্বাচনও এরকম হবে। তিনি আশা করেন, এরকম নির্বাচনই হওয়া উচিত। কিন্তু নারায়ণগঞ্জ ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু নয়। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতার পরিবর্তন হয়। তিনি বলেন, নারায়ণগঞ্জে জনগণের প্রার্থীকে দল মনোনয়ন দিয়েছে। কিন্তু বাকি নির্বাচনগুলোর ক্ষেত্রে প্রার্থী নিবাচন অন্তর্ভুক্তিমূলক নয়।

তিনি আরও বলেন, নারায়ণগঞ্জ নির্বাচনে সরকারি দল জানতো যে, যাকে প্রার্থী করা হচ্ছে তিনি জেতার যোগ্যতা রাখেন। মাঝখানে পারিবারিক আধিপত্যের একটা বিষয় ছিলো। কিন্তু সরকারের সকল যন্ত্র এবং দলীয় নেতারা তা বন্ধ করার উদ্যোগ নেয়। ফলে শান্তিপূর্ণ নির্বাচনে সরকারের সম্পূর্ণ সহযোগিতা ছিলো। সুষ্ঠু নির্বাচনের যেসব উপাদানের কথা বলা হয়, সেগুলো নারায়ণগঞ্জে বিদ্যমান ছিলো।

পরিকল্পনামন্ত্রী *এম এ মান্নান* বলেন, নির্বাচন নিয়ে বিভিন্ন মহলে অনেক প্রশ্ন আছে। সর্বশেষ নারায়ণগঞ্জের নির্বাচন ঐ ধরনের অনেক অভিযোগকে বিলীন করে দেবে বলে তার ধারণা।

অন্যদিকে *ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা* বলেন, সরকার নারায়ণগঞ্জ নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করতে চায়নি। সরকার চেয়েছিলো নির্বাচনটি সুষ্ঠু হোক। এতে সবদিক থেকে সরকারের লাভ। সরকার জানতো, *সেলিনা হায়াৎ আইভী* এমন প্রার্থী যার হারবার আশংকা নেই। আর এই নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে সরকার দেখাতে চাইবে যে, সামনে জাতীয় নির্বাচনও দলীয় সরকারের অধীনে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে। সুতরাং নির্বাচন সুষ্ঠু হওয়ার পেছনে সরকারের ইচ্ছা বা অনিচ্ছা বিরাট ভুমিকা পালন করে। তবে স্থানীয় নির্বাচনকে জাতীয় নির্বাচনে গুলিয়ে ফেলা ঠিক হবে না। কারণ স্থানীয় নির্বাচনে সরকার পরিবর্তন হয় না। জাতীয় নির্বাচনে সরকার পরিবর্তন হয়। সুতরাং নির্বাচন কমিশনের চেয়ে সরকারের ভূমিকা বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে তিনি মনে করেন। এখন নির্বাচন কমিশন গঠন নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। আইন প্রণয়ন নিয়ে কথা হচ্ছে। নির্বাচন কমিশন গঠন গুরুত্বপূর্ণ। তবে তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আগামী নির্বাচন যদি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করতে চাই তাহলে নির্বাচনকালীন সরকারের বিষয়ে এখনই একটা স্থায়ী সিদ্ধান্তে আসতে হবে।

ভোটারের আচরণ এবং গবেষণার প্রয়োজনীতা

ড. সাখাওয়াত-এর মতে, কয়েকটি বিষয় লক্ষ করা প্রয়োজনীয়। ভোটে জেতার ব্যবধান কমেছে। *আইভী* ৬২ হাজার ভোটে জিতেছেন। ২০১১ সালে ছিলো এক লাখ ১৫ হাজার। আরেকটি বিষয় দেখার মত আছে, প্রায় ২০ হাজার ভোট ইসলামী দলগুলোতে গেছে।

তিনি বলেন, দুটো জায়গায় গবেষণার অভাব রয়েছে। একটি হচ্ছে ভোটারের আচরণ। কেন ভোটাররা যায় না বা কেন যায়, আবার গেলে কেন ভোট ঠিকমতো দিতে পারে না, ভোটারদের প্রবণতা কী এবং তারা কী চায় ইত্যাদি বিষয় খতিয়ে দেখা দরকার। দ্বিতীয়ত, মহিলা ভোটারদের আগ্রহ কোথায়, নারী প্রার্থী না থাকলে তারা কী করবেন, এ বিষয়ে গবেষণা হতে পারে। সিপিডি এ দু'টি বিষয়ে গবেষণা করতে পারে।

এসময় *অধ্যাপক রওনক জাহান* নিজের গবেষণার অভিজ্ঞতা তুলে ধরে বলেন, ভোটারদের প্রশ্ন করতে গেলে গবেষকদের অনেক হয়রানির মুখে পড়তে হয়। রাজনীতি নিয়ে গবেষণা করতে হলে রাজনৈতিক দলগুলোর সমর্থন দরকার। অর্থনীতি নিয়ে অনেক গবেষণা হলেও রাজনীতি নিয়ে গবেষণার অভাব রয়েছে। তিনি আরও বলেন, বিভিন্ন দেশে নারী ভোট বলে আলাদা বিষয় আছে, যা আমাদের দেশে দেখা যায় না। গবেষণা করে দেখা যেতে পারে, নারীরা নির্বাচনে একটা শান্তিপূর্ণ পরিবেশ থাকুক সেটা চায় কি না। *আইভী* দৃশ্যমান অনেক কাজ করেছেন; যেমন, জলাবদ্ধতা নিরসন। এরকম কাজগুলো যা নারীদের জীবনযাপনকে সহজ করে তুলতে পারে, তা নিয়ে গবেষণা দরকার। বিভিন্ন প্রচারনায় *আইভী* বলেছেন, পারফরম্যান্স দিয়েই তিনি ভোটারদের মন জয় করেছেন। আবার নানান আলোচনায় তিনি বলেছেন, মেয়রদের হাতে তেমন ক্ষমতা নেই। ক্ষমতা বা অর্থ যদি না থাকে তাহলে তিনি কীভাবে জনপ্রিয় হলেন, কী ধরনের পারফরম্যান্স দেখাতে পেরেছেন এবং আরও যদি ক্ষমতা থাকতো তাহলে উনি আরও কীধরনের কর্মকাণ্ড পারফরম্যন্স দেখাতে পারতেন, এসমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনার দরকার রয়েছে।

ড. তোফায়েল বলেন, ২০১১ সালের নির্বাচনে ৭০ শতাংশ ভোট পড়ে। ২০১৬ সালে ৬২ শতাংশে নেমে আসে। এবারও ভোট গ্রহণের হার কম। আজকাল ভোটিং স্টাডি হচ্ছে না। তবে যথাযথ ভোট যেহেতু হচ্ছে না, ফলে স্টাডিও হচ্ছে না। তিনিও মনে করেন, নারায়ণগঞ্জকে কেন্দ্র করে গবেষণা হতে পারে।

ইভিএম এবং ভোটারদের অন্যান্য জটিলতা

নারায়ণগঞ্জ নির্বাচনে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন বা ইভিএমের মাধ্যমে ভোট গ্রহণে ধীরগতির ছিল বলে অনেকে মন্তব্য করেন। এ বিষয়ে পরিকল্পনামন্ত্রী বলেন, ইভিএম নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন *তৈমুর আলম খন্দকার*। তার পরাজয়ের পেছনে নাকি প্রধান কারণ ইভিএম। কিন্তু সেটাতো উভয়ের জন্যই প্রযোজ্য। আইভীও বলেছেন, ইভিএমের কারণে তিনি কম ভোট পেয়েছেন। ফলে এটা নিয়ে চিন্তা করা যেতে পারে। সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পেলে সরকার ও নির্বাচন কমিশন অবশ্যই বিবেচনা করবেন।

ইভিএম ইস্যুতে *বদিউল আলম মজুমদার* বলেন, কেউ বলতে পারবে না, যে আসলে জালিয়াতি হয়েছে নাকি হয়নি। কারণ কোনোভাবেই এটা যাচাই বা পুনগণনার সুযোগ নেই। কারণ এই ইভিএম একটি নির্দিষ্ট মানের ইভিএম। এই ইভিএম যখন কেনা হয় এবং ভারতের তুলনায় ১১ গুণ বেশি দামে কেনা হয়, তার আগে প্রয়াত প্রযুক্তিবিদ জামিলুর রেজা চৌধুরীর নেতৃত্বে টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজরি কমিটি করা হয়। তিনি এই ইভিএম কেনার সুপারিশে সই করেননি। কারণ তিনি বলেছেন এটা নির্ভরযোগ্য নয়। এই ইভিএম-এ কোনো পেপার ব্যাকআপ নেই। ফলে যাচাই করার সুযোগ নেই। নির্বাচন কমিশন যে তথ্য দেবে, তাই গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের বিশ্বাসযোগ্যতা দারুণ প্রশ্নবিদ্ধ, কারণ ইভিএম নিয়ে কতগুলো ঘটনা ঘটেছে। নির্বাচন কমিশন যদি নির্ভরযোগ্য না হয় তাহলে ডিজিটাল জালিয়াতি করা যায়। এটা একটা ইলেকট্রনিক যন্ত্র, এতে প্রোগ্রামিং করা হয়ে থাকে, সুবিধা অনুযায়ী প্রোগ্রামিং করার সুযোগ রয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, এর মাধ্যমে ভোট প্রদানের গতি-প্রকৃতি বদলে দেওয়া যায়। তিনি মনে করেন, বাংলাদেশে যে ইভিএম ব্যবহার করা হচ্ছে, জাতীয় নির্বাচনে তা ব্যবহার করা ঠিক হবে না। প্রধান নির্বাচন কমিশনার নুরুল হুদা প্রকাশ্যেই বলেছেন, সব দল একমত না হলে এই ইভিএম ব্যবহার করা উচিত হবে না। কিন্তু পরে তিনি মত বদলে ফেলেছেন। ফলে এই ইভিএম ব্যবহার ঠিক হবে না, এমনকি পেপারট্রেইল দিয়েও করা ঠিক হবে কি না তিনি নিশ্চিত নন।

*সেলিনা হায়াৎ আইভী*ও মনে করেন, এবারের নির্বাচনে ভোট কমার কারণ ইভিএম। এমন নয় যে, তার ভোটাররা ভোট দিতে আসেননি। অসংখ্য ভোটার দাড়িয়েছিল। ইভিএম ধীরগতি থাকায় অনেকে ভোট দিতে পারেনি। অনেকে ফেরত গেছেন। অনেকের ফিঙ্গারপ্রিন্ট মেলেনি। আরেকটা বিষয় দেখা গেছে, নারী ভোটারদের ভোট কেন্দ্র স্কুলগুলোর তিন বা চার তলায় করা হয়েছে। এটা আগে কখনও হতো না। নারীরা এত উপরে উঠতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন না। অনেক নারী ভোটার এ কারণে ফেরত গেছেন। এছাড়া বুথ কমানো হয়েছে। এমন ঘটেছে, একটা ভোট কেন্দ্রে ১৮টি বুথ আছে। সেখানে সকাল বেলা আটটি কমানো হয়েছে। এ বিষয়ে পরিকল্পনামন্ত্রী বলেন, তিনি ব্যথিত হয়েছেন নির্বাচনের দিন সকালে বুথ সংখ্যা কমানোর কথা শুনে। তিনি এর কারণ জানেন না। নারীদের ভোট কেন্দ্র তিন বা চার তলায় কেন হলো— এটা ভুল সিদ্ধান্ত। এটা উচিত হয়নি।

ব্যারিস্টার *রুমিন ফারহানা এমপি* বলেন, ইভিএম মেশিনের কারচুপি যাচাই করার উপায় নেই। কারণ মেশিনে ভোটার ভেরিফিকেশন অডিট বা কোনো পেপার ট্রেইল নেই, যা দিয়ে যাচাই করা যাবে। তবে জাতীয় নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহারের মতো অবস্থা এখনও আসেনি। ভোটাররা এর সঙ্গে অভ্যস্ত নয়। অনেক বেশি সময় লাগছে। অনেকের আঙুলের ছাপ মিলছে না। অনেক কারণে জাতীয় নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহারের অবস্থায় পৌছায়নি।

কাউন্সিলর প্রসঙ্গ

তোফায়েল আহমেদ বলেন, *সেলিনা হায়াৎ আইভী* মেয়র হয়েছেন ঠিকই, কিন্তু এককভাবে আওয়ামী লীগের সবাই হয়নি। কেউ পরাজিত হয়েছেন, কিছু পুরানো ফিরে এসেছে। আবার বিএনপি, বাসদ, জাতীয় পার্টি ও স্বতন্ত্র পার্টির আছে। অনেকে মেয়রের ভোট *আইভীকে* দিলেও কাউন্সিলরের ভোট অনেকে অন্য জায়গায় দিয়েছে।

এসময় *অধ্যাপক রেহমান সোবহান*, *তোফায়েল আহমেদ*-এর কাছে প্রশ্ন করেন, কাউন্সিলর হতে গিয়ে খুনোখুনির ঘটনাও ঘটে। এর পেছনে কী ধরনের সুবিধা লাভের উদ্দেশ্য থাকে? এর জবাবে *তোফায়েল আহমেদ* বলেন, সারাদেশের সিটি কর্পোরেশনগুলোতে মেয়র এবং কাউন্সিলরদের মধ্যে একটা দূরত্ব দেখা যাচ্ছে। কারণ সাধারণভাবে মেয়ররা সিইও বা ডিপার্টমেন্টাল হেডদের নিয়ে কর্পোরেশন চালাচ্ছেন। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, সফল কোনো মেয়র কাউন্সিলরদের তার রুমে ঢুকতে দেন না। অনুমতি নিয়ে ঢুকতে হয়। এর ফলে কাউন্সিলররা তার ওয়ার্ডের ভেতরে এক ধরনের রাজত্ব করে। ওখানে তারা ব্যবসা করে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়েও ব্যবসা করে। কাউন্সিলররা ওয়ার্ডের মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ করে, তারা ওয়ার্ডের বাইরে সিটি কর্পোরেশন নিয়ে চিন্তাভাবনা করে না, এমনকি সিটি কর্পোরেশনে অনেকসময় আসেনও না। সেজন্য খুনোখুনি বা এলাকার দাঙ্গাবাজরা অনেক ক্ষেত্রে ওয়ার্ড কাউন্সিলর বা মেম্বরের পদগুলো দখল করে আছে। ঠিক ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের কাছে মেম্বরদের গুরুত্ব নেই। সরকারের যে নীতিমালা তাতেও কিন্তু মেম্বরদের খুব একটা গুরুত্ব নেই। চেয়ারম্যানকে সবাই চেনে। সেজন্য চেয়ারম্যান বা মেয়র পদের নির্বাচন দলীয় প্রতীকের অধীনে হয়। গায়ের জোরে যে সামনে আসতে পারে তাকে ক্ষমতাসীন দল নিয়ে নেয়। কোলকাতা সিটি কর্পোরেশনে কেউ মেয়র হয় না, সবাই কাউন্সিলর হয়। সংসদীয় ব্যবস্থায় দলীয় নেতা দায়িত্ব গ্রহণ করে। বিরোধী দলেরও একটা অবস্থান থাকে। বিরোধী দলীয় নেতার ডেপুটি মেয়রের মর্যাদা থাকে। স্থায়ী কমিটিগুলোতে বিরোধীরা থাকে। কিন্তু আমাদের এখানে স্থায়ী কমিটি ঠিকভাবে কাজ করে না। এমনকি কাউন্সিল বৈঠক ঠিকমতো কাজ করে না। বড় সিদ্ধান্ত মেয়র, সিইওসহ কয়েকজন মিলেই নেন। কাউন্সিলররা সবক্ষেত্রেই বিযুক্ত। এ কারণে এখানে সঠিক নেতৃত্ব আসছে না।

এ সময় *রওনক জাহান* বলেন, মেয়রদের হাতে যেটুকু ক্ষমতা আসলে আছে তার অপব্যবহার করে নানানভাবে ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধা যেন কেউ না নিতে পারে, সেদিকে নজর দিতে হবে।

নারায়ণগঞ্জ থেকে শিক্ষণীয়

সংসদ সদস্য ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির সদস্য *আরমা দত্ত* বলেন, আইভীর পরপর তিন বার বিজয় থেকে শিক্ষণীয় অনেক বিষয় আছে। রাজনীতি ইতিবাচক একটি জায়গা। বাংলাদেশ কঠিন পথ পরিক্রমার ভেতর দিয়ে এসেছে। এখানে নারী নেতৃত্ব খুব গুরুত্বপূর্ণ। নারীরা রাজনীতিতে অনেক ভালো করেন। *সেলিনা হায়াৎ* মাটির মেয়ে; মাটির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। স্থানীয় সরকারে ক্ষমতা হস্তান্তর তখনই হয়, যখন নির্বাচিত ব্যক্তি মাটির সাথে মেশেন, মাটির কথা জাতীয় পর্যায়ে উপস্থাপন করতে পারেন। এদেশে এটা শুরু হয়েছে, কিন্তু অনেক চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। একে মোকাবিলার জন্য সমন্বয় ও সহযোগিতার জায়গাটাতে গুরুত্ব দিতে হবে।

সঞ্চালক এ সময় বলেন, যে সমস্ত নারীরা এখন রাজনীতিতে আছেন তাদের দেখতে হবে, পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় কোন কোন ইস্যু নারীদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছে। নারী ভোট যে একটা 'পাওয়ারফুল ব্লক', এটা যখন নারী প্রার্থীরা প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন, তারা তখন রাজনীতির মধ্যে দৃঢ় অবস্থান নিতে পারবেন। এক্ষেত্রে *আইভী* শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত তৈরি করেছেন।

রাশেদ খান মেনন বলেন, মূল বিষয়, অর্থ, পেশীশক্তি ও ধর্মের ব্যবহার বন্ধে নির্বাচন কমিশনকে এবং পাশাপাশি নির্বাচনের অংশীজন অর্থাৎ রাজনৈতিক দলগুলো ঐকমত্যে এলে নির্বাচন সুষ্ঠু হতে পারে। তাহলে অবশ্যই নির্বাচন সুষ্ঠু হতে পারে এবং হওয়া সম্ভব। একটি কার্যকর নির্বাচন কমিশন খুব জরুরি হয়ে পড়েছে। নির্বাচন কমিশন আইন নিয়েও আলোচনা হওয়া দরকার।

উন্মুক্ত আলোচনা

আইক্যাব-এর সাবেক সভাপতি *পারভীন মাহমুদ* বলেন, আগামী দিনের জন্য ইভিএম জরুরি। কিন্তু আলোচনায় উঠে এসেছে পেপার ট্রেইলের ব্যর্থতা। কাজেই এ বিষয়ে সচেতন হওয়া দরকার। আরেকটি বিষয় হচ্ছে স্থানীয় সরকারের কাউন্সিলগুলো কার্যকরভাবে কাজ করে না। আবার মহিলারা কাউন্সিলর হচ্ছে, কিন্তু তারা তাদের ভুমিকাটা রাখার সুযোগ পায় না। ফলে এই জায়গাটিতে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে।

এ বিষয়ে অংশ নিয়ে *বদিউল আলম মজুমদার* বলেন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে দুইবার ফল প্রকাশ করা হয়েছিল। কিন্তু একটা ইভিএম-এ দুই রকম ফল প্রকাশ হতে পারে না। সুতরাং ইভিএম-এ যে জালিয়াতি হয়েছে এটা তার প্রমাণ।

সমাপনী বক্তব্য এবং উপসংহার

সমাপনী বক্তব্যে অনুষ্ঠানের সভাপতি *অধ্যাপক রেহমান সোবহান* বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে যেসব আলোচনায় তিনি অংশ নিয়েছেন, তার মধ্যে এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও শিক্ষামূলক। তিনি দুটি বিষয় অবতারণা করেন। প্রথমত— নির্বাচনের প্রাসঙ্গিতা। মাগুরার নির্বাচনের পাশাপাশি ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন সবার জন্য শিক্ষণীয়। মাগুরার আগে ঢাকায় *মোহাম্মদ হানিফ* এবং চট্টগ্রামে *মহিউদ্দিন চৌধুরী* বিরোধী দলের প্রার্থী হিসেবে জয়লাভ করে। *খালেদা জিয়ার* শাসনামলে যা ছিল উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ঢাকা ও চট্টগ্রামের ঐ নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়েছিল বিচারপতি *মোহাম্মদ রউফের* নেতৃতে নির্বাচন কমিশনের আওতায়। মাগুরা উপ-নির্বাচন সরকারনিয়ন্ত্রিত ছিল এবং বিএনপি তাতে কোনোভাবেই হারতে চায়নি। ১৯৯১ সালে প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে অনুষ্ঠিত নির্বাচন তুলামূলকভাবে ভালো করেছে। মাগুরা নির্বাচনের সময় দেখা গেল, নির্বাচন কমিশনের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল নির্বাচন। এই অভিজ্ঞতা থেকে *শেখ হাসিনা* তার শরিকদের নিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সংবিধান সংশোধনের দাবি জানান। মাগুরা নির্বাচনের সময় প্রধান নির্বাচন কমিশনার অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন চেয়েছিলেন। কিন্তু সরকারি যন্ত্র তা চায়নি। উদ্দেশ্য যদি ঠিক না হয় তাহলে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব হয় না। *শেখ হাসিনার* নেতৃত্বে দুই বছর আন্দোলনে ফলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন করার জন্য সংশোধন করা হয়। ফলে স্থানীয় সরকার নির্বাচন জাতীয় নির্বাচনের উপরে প্রভাব ফেলতে পারে।

দ্বিতীয় বিষয় হলো, সরকারের ইচ্ছার ওপরই মূলত সুষ্ঠু নির্বাচন নির্ভর করে। যদি সরকারের রেকর্ড ভালো থাকে, যদি নিজের কাজের প্রতি আস্থাশীল থাকে তাহলে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান না করার কোনো কারণ নেই। তিনি মনে করেন, এই সরকারের নিজের কর্মকান্ডের প্রতি আস্থা আছে। *আইভীর* অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, ভালো প্রার্থী যিনি জনগণের সাথে থাকেন তাকে নিয়ে নির্বাচনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা যায় এবং তিনি নির্বাচিত হন। ২০১১ সালেও তিনি স্থানীয় সমর্থন পেয়েছেন, তার বিরোধিতায় সন্ত্রাস ও অর্থের জোর থাকলেও। এখন দেখার বিষয় হচ্ছে, অন্য প্রার্থীরা আইভীর মতো কাজ করেন কি না।

তিনি বলেন, ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর তিনি *শেখ হাসিনাকে* তিনি ব্যক্তিগতভাবে স্থানীয় সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়ে অনুরোধ করেন এবং বলেন, ক্ষমতা দিলে *মোহাম্মদ হানিফ* সফল মেয়র হতে পারে। স্থানীয় সরকারে ক্ষমতা অর্পণের জন্য *অধ্যাপক নজরুল ইসলামের* নেতৃত্বে একটি কমিটি করা সত্ত্বেও সমাধান হয়নি। তিনি মনে করেন, এর জন্য ব্যাপক আকারে প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন না হলে সমস্যার সমাধান হবে না। বাংলাদেশ ও বৈশ্বিক অভিজ্ঞতার আলোকে আরও আলোচনা করে সমাধানের অবকাশ রয়েছে।

এম এ মান্নান, এমপি
মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়,
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আশা করছি, নির্বাচন নিয়ে নানাবিধ অভিযোগকে সর্বশেষ নারায়ণগঞ্জের নির্বাচন বিলীন করে দেবে

অধ্যাপক রেহমান সোবহান
চেয়ারম্যান
সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

যে প্রার্থী জনগণের সাথে থাকেন তাকে নিয়ে নির্বাচনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা যায় এবং তিনিই নির্বাচিত হন

ডা. সেলিনা হায়াৎ আইভী
মাননীয় মেয়র
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

সামগ্রিকভাবে এবারের নির্বাচন ছিলো খুবই চ্যালেঞ্জিং যা মানুষের আস্থা ও ভালোবাসার কারণে মোকাবিলা করা সম্ভব হয়েছে

অধ্যাপক রওনক জাহান
সম্মাননীয় ফেলো
সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

সেলিনা হায়াৎ আইভী নারী ভোটারদের বিশেষভাবে টানতে পারছেন

ড. ফাহমিদা খাতুন
নির্বাহী পরিচালক
সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

প্রতিযোগিতামূলক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব

সংলাপে উপস্থিত অন্যান্য বিশিষ্ট বক্তারা

আরমা দত্ত, এমপি
সদস্য,
সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি,
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা, এমপি
সদস্য,
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি,
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ড. এম সাখাওয়াত হোসেন
সাবেক নির্বাচন কমিশনার,
নির্বাচন বিশ্লেষক ও
সাবেক সামরিক কর্মকর্তা

ড. তোফায়েল আহমেদ
সাবেক উপাচার্য,
ব্রিটানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং
স্থানীয় সরকার ও শাসন বিশেষজ্ঞ

ড. বদিউল আলম মজুমদার
কান্ট্রি ডিরেক্টর ও
গ্লোবাল ভাইস প্রেসিডেন্ট
দ্য হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ

অনুলিখনে: জাকির হোসেন
সিরিজ সম্পাদনায়: ড. ফাহমিদা খাতুন
সহযোগী সম্পাদক: ফারাহ নুসরাত